দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 FEB 2003

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বই সমস্যা প্রকট

রকীবুল হক রকীব ঃ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরও আধুনিকতার কোন ছোঁয়া লাগেনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে। নানা সমস্যা আর অভাবের মধ্যদিয়ে কোন রকমে চলছে লাইব্রেরীর কার্যক্রম। ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চা যেমন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, সাথে সাথে জ্ঞান চর্চার উৎসাহও হারাচ্ছে। লাইব্রেরীর মূল সমস্যা হচ্ছে বই সংকট। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত বই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে নেই। যেগুলো আছে তাও আবার অধিকাংশে পুরাতন কপি। বিশেষ করে ধর্মতত্ত্ব অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সিলেবাস সংশ্লিষ্ট বইয়ের সংকট প্রকট। ফলে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরীতে এসে প্রয়োজনীয় বইটি না পেয়ে ফিরে যায় এবং হতাশার মধ্যে পড়ে। এছাড়া লাইব্রেরীতে বিষয়ভিত্তিক বই কম থাকায় একটি বই একজন নিয়ে পড়া শুরু করলে অন্যজনকে ঐ বইটি পড়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় যেমন নষ্ট হয়, তেমনি লাইব্রেরীর প্রতি আগ্রহও কমে যায়। লাইব্রেরী সূত্র মতে প্রতিবছর লাইব্রেরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম অর্থ বরাদ্দ করে। যে কারণে বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বই ক্রয় করা সম্ভব হয় না। লাইব্রেরীতে বই পড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের নামে বড় ধরনের জটিলতা। যেমন লাইব্রেরীতে রেফারেন্সের বই ব্যতীত অন্য সকল বই পড়তে হলে প্রথমে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বই ও লেখকের নাম এবং ক্যাটালগ নম্বর সংগ্রহ করে তা দায়িত্বরত সার্টারকে দিয়ে একবারে সর্বোচ্চ ২/৩টি বই নিতে হয়। শিক্ষার্থীদের বইয়ের স্টোর রুমে ঢুকতে দেয়া হয় না। ফলে তারা সিলেবাসভুক্ত পরিচিত কয়েকটি বই ছাড়া সহায়ক অন্য কোন বইয়ের সাথে পরিচিত হতে পারে না।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম অবদান ইন্টারনেট সংযোগ তো দূরের কথা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে কম্পিউটারের মত একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রের আগমন ঘটেনি। তথ্য প্রযুক্তির আরেকটি বিষয় হলো সংবাদপত্র। অথচ লাইব্রেরীতে সংবাদপত্রের সংগ্রহও অত্যন্ত গুরুত্বহীন। গবেষণাধর্মী ও বিদেশী বিভিন্ন জার্নাল ও গবেষণা ধর্মী পত্রিকা রাখাতো দূরের কথা দেশীয় অনেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার কোন চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। যে কয়টি সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা রাখা হয় তা আবার ১টি করে কপি থাকায় সেটি পড়ার ভাগ্য সবার পক্ষে জোটে না। এছাড়া লাইব্রেরীতে নিয়মিত পত্রিকা সংরক্ষিত থাকে না। বিভিন্ন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি থাকাকালীন সময়ের কোন পত্রিকা আর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণের আশা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর উপর করতে পারে না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এছাড়া পত্রিকা রুমটি স্বল্প পরিসরের হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় বসার জায়গা পায় না। রেফারেন্স রুমটিরও একই অবস্থা। লাইব্রেরীতে রয়েছে চেয়ার, টেবিল ও সেলফের সংকট। স্থান সংকট ও সেলফের অভাবে অনেক বই মেঝেতে রাখায় তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরীর ফটোকপি মেশিনটি দুপুর ২টার পরে বন্ধ হয়ে যায়। লাইব্রেরীতে বিশুদ্ধ পানির জন্য স্থাপিত পানির ট্যাংকগুলো পরিষ্কার না করায় তা সম্পূর্ণ খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রমতে, এখানে লোকবলেরও অভাব রয়েছে। সূত্র মতে, লাইব্রেরী সহকারী পদে ১৪/১৫ জনের প্রয়োজন হলেও রয়েছে মাত্র ২ জন। এখানে অনভিজ্ঞ সার্টার নিয়োগ দেয়ায় তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। লাইব্রেরীতে ২টার পরে তথা দ্বিতীয় শিফটে ১জন অফিসারের ডিউটি থাকলেও যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোন টেলিফোন সেট থাকে না। যে কারণে তারা চরম সমস্যার মধ্যে পড়ে। উল্লেখিত সমস্যাসমূহ ছাড়াও ছোট-বড় আরো অনেক সমস্যা জর্জরিত হয়ে রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি। ফলে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে লাইব্রেরী যতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা পূরণে এই লাইব্রেরী ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক জ্ঞান চর্চাকারীদের চাহিদা পূর্ণ করার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধির জন্য জরুরী ভিত্তিতে এই লাইব্রেরীটির বিরাজমান সমস্যার সমাধান ও আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধায় ভরপুর করে একটি আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরীতে রূপ দেয়া প্রয়োজন বলে ভুক্তভোগীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।